



## 34420 - কঙ্কর নক্শপেৰে সময় সংঘটতি ভুলভ্ৰান্তগিলো

### প্ৰশ্ন

কঙ্কর নক্শপেৰে সময় কছি কছি হাজীসাহবে যবে ভুলগলো কৰে থাকনে সগেলো কি কি?

### প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু ললিলাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি কৌরবানরি দিনি সকাল বলো জমরাতুল আকাবাতে ৭টি কঙ্কর নক্শপে কৰছেনে; যটেই সৰ্বশষে জমরাত ও মক্কার নকিটবৰ্তী। প্ৰত্যকেটি কঙ্কর নক্শপেৰে সময় তাকবীর বলছেনে। কঙ্করগলো ছলি আঙুলেৰে অগ্ৰভাগ দয়িবে নক্শপে কৰাৰ মত কঙ্কর অৰ্থাৎ ছলোৰ চয়ে কছিটা বড়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বৰ্ণনা কৰনে যে, তিনি বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নক্শপেৰে দিনি ভৌৰে তাঁর সওয়ারীৰ পঠি আৰোহতি অবস্থায় আমাকে বললনে: আমাৰ জন্য (কঙ্কর) কুড়িয়ে আন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে: আমাৰ তাঁর জন্য কঙ্কর কুড়িয়ে আনলাম; সগেলো আঙুলেৰে অগ্ৰভাগ দয়িবে ছুড়ে মাৰা যায় এমন। তিনি সগেলো নজিৰে হাতে রেখে বললনে: আপনাৰা এগুলোর মত কঙ্কর নক্শপে কৰুন...। দ্বীনৰে বশিয়ে বাড়াবাড়ি কৰা থেকে সাবধান থাকুন। কেননা আপনাদৰে পূৰ্বববৰ্তী উম্মতগণ দ্বীনৰে ব্যাপাৰে বাড়াবাড়ি কৰে ধ্বংস হয়ছে।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩০২৯), শাইখ আলবানী ‘সহহি ইবনে মাজাহ’ গ্ৰন্থতে (২৪৫৫) হাদিসটিকে সহহি বলছেনে]

আয়শো (রাঃ) থেকে বৰ্ণতি তিনি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কৰা, সাফা-মাৰওয়ার মাৰে প্ৰদক্ষণি কৰা ও জমরাতগলোতে কঙ্কর নক্শপে কৰাৰ বধিান আল্লাহ যকিৰি (স্মরণ) কৰে প্ৰতষ্টিতি কৰাৰ জন্য আৰোপ কৰা হয়ছে।”[মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবু দাউদ] এটাই হচ্ছে জমরাতগলোতে কঙ্কর নক্শপে কৰাৰ হকেমত বা গূঢ় রহস্য।

কঙ্কর নক্শপে কৰাৰ সময় হাজীসাহবেগণ যবে সব ভুল কৰে থাকনে সগেলো কয়কে ধরণে হতে পাৰে:

এক:

কটে কটে মনে কৰনে যে, মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্ৰহ কৰা না হলে কঙ্কর নক্শপে সহহি হবো না। এ কাৰণে আপনি দখেবনে যে, তাৰা মীনাতে পটৌছাৰ আগে মুযদালফি থেকে কঙ্কর কুড়াতে গয়িবে ক্লান্ত হচ্ছনে। এটি ভুল ধারণা। বৰং কঙ্কর



যে কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করা যাবে; মুযদালফি থেকে, মীনা থেকে, কথিবা অন্য যে কোন স্থান থেকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে কঙ্কর হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন বর্ণনা আসেনি যে, তিনি মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করছেন যাতায়ে করে আমরা বলব যে, সটো সুন্নাহ। সটো সুন্নাহ নয়। মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করা ওয়াজবি নয়। কারণ সুন্নাহ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ বা অনুমোদন। এর কোনটি মুযদালফি থেকে কঙ্কর সংগ্রহের ক্ষত্রে পাওয়া যায়নি।

দুই:

কটে কটে কঙ্কর সংগ্রহ করে সেগুলোকে ধৌত করনে: এই সতর্কতা থেকে যে, কটে হয়তো কঙ্করের উপর পশোব করে রেখেছে কথিবা কঙ্করগুলোকে পরষিকার করার উদ্দেশ্য থেকে— এই ধারণা থেকে যে, কঙ্করগুলো পরষিকার-পরচ্ছিন্ হওয়া উত্তম। কারণ যটোই হোক না কনে কঙ্কর ধৌত করা বদিত। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি। যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি ইবাদতের উদ্দেশ্যে সে কাজ করা বদিত। আর ইবাদতের উদ্দেশ্যে না হলে এমন কাজ করা বোকামি ও সময় নষ্ট।

তনি:

কটে কটে ধারণা করে যে, এ জমরাতগুলো শয়তান এবং তারা শয়তানকেই কঙ্কর নক্ষিপে করছে। এ কারণে আপনি দেখবেন যে, কটে কটে তীব্র রাগ, ক্রোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল আসে; যনে শয়তান তার সামনে। এরপর এই জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করে। যার ফলে নমিনকোক্ত অনষ্টিগুলো ঘটে থাকে:

১। এমন ধারণা ভুল। বরং আমরা এই জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করি আল্লাহর যকিরিকে বুলন্দ করার জন্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে এবং ইবাদত হিসেবে। কনেনা কোন মানুষ যদি কোন নকৌর কাজের উপকারিতা না জানা সত্বেও সটো পালন করে সে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত হিসেবেই সটো করে। এটি আল্লাহর প্রতি তার পরপূর্ণ নতস্বীকার ও পূর্ণ আনুগত্যের প্রমাণ।

২। কটে কটে তীব্র প্রতিক্রিয়া, ক্রোধ, রাগ, শক্তি ও আবগে তাড়তি হয়ে কঙ্কর মারতে আসে। আপনি দেখবেন যে, এতে করে সে ব্যক্তি অন্য মানুষকে কঠনি কষ্ট দেয়; যনে তার সামনের মানুষগুলো কোন কীটপতঙ্গ, তাদেরকে কোন পরোয়াই সে করে না, দুর্বলদের প্রতি ভ্রুক্ষিপে করে না। সে উত্তজ্জতি উটরে মত সামনের দকি আগাতে থাকে।

৩। ব্যক্তি এ কথা মনে রাখে না যে, সে আল্লাহর ইবাদত করতে এসছে কথিবা এই কঙ্কর নক্ষিপের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য একটি ইবাদত পালন করছে। এ কারণে সে ব্যক্তি শরয়িত অনুমোদতি যকিরি-আযকার বাদ দিয়ে শরয়িতে অনুমোদন নই



এমন কথাবার্তা বলে। আপনি দেখেবনে য়ে, কঙ্কর মারার সময় সয়ে ব্য়ক্তী বলছয়ে: ‘হয়ে আল্লাহ্! শয়তানকয়ে অসন্তুষ্টিকরণ ও রহমানকয়ে সন্তুষ্টি করণস্বরূপ’। অথচ কঙ্কর মারার সময় এমন কথা বলা শরয়িতসম্মত নয়। বরং শরয়িতরে বধীন হচ্ছয়ে- তাকবীর বলা, য়েভেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম করছয়ে।

৪। এ ভ্রান্ত আকদার কারণে দেখো যায় য়ে, তনীবড় বড় পাথর নয়য়ে সয়েলো নক্শেপে করছয়ে। তার ধারণা হচ্ছয়ে পাথর যত বড় হবয়ে শয়তানরে বরীদুধে প্রতশিোধ নয়োর ক্শেত্রে সয়ে ততবশী কার্যকর হবয়ে। আপনি দেখেবনে, এমন লোকরো জুতা ছুড়ে মারছয়ে, কাষ্ঠখণ্ড ও এ জাতীয় অন্য কচ্ছু ছুড়ে মারছয়ে; য়েগেলে ছুড়ে মারা জায়যে নয়।

আচ্ছা, আমরা যখন বলচ্ছী য়ে, এমন বশ্বিবাস ভ্রান্ত-বশ্বিবাস তাহলে জমরাতয়ে কঙ্কর নক্শেপে ক্শেত্রে কী ধরণরে বশ্বিবাস রাখব? জমরাতগেলে কঙ্কর নক্শেপে ক্শেত্রে আমরা বশ্বিবাস রাখব য়ে, আমরা আল্লাহ্র মহত্ব প্রকাশ ও আল্লাহ্র ইবাদত পালন হসিবয়ে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামরে অনুকরণ হসিবয়ে এ আমলটি করচ্ছী।

চার:

কঙ্কর কী নক্শেপে করার জন্য নরীধারতি স্থানে পড়ল, নাকী পড়ল না- কয়ে কয়ে আছে এ ব্যাপারটকয়ে গুরুত্ব দনে না ও ভরুক্শেপে করনে না।

নক্শেপিত কঙ্করটি নরীধারতি স্থানে না পড়লে সয়ে নক্শেপে করা সহহী হবয়ে না। তবে, যদী প্রবল ধারণা হয় য়ে, কঙ্করটি নরীধারতি স্থানে পড়ছে তাহলে সয়ে যথেষ্ট। পুরোপুরী নশ্বিচতি হওয়া শরত নয়। কারণ এ ক্শেত্রে পুরোপুরী নশ্বিচতি হওয়া সম্ভবপর নয়। যদী কোন ক্শেত্রে পুরোপুরী নশ্বিচতি হওয়া সম্ভবপর না হয় তাহলে সয়ে ক্শেত্রে প্রবল ধারণার ভত্বিত্তয়ে আমল করা হয়। কারণ শরয়িতপ্রণতে নামাযয়ে সন্দহে হলে: কয় রাকাত পড়া হযছে, তনী রাকাত; নাকী চার রাকাত; সেক্ষেত্রে প্রবল ধারণার উপর আমল করার কথা বলছয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলেন: “সয়ে ব্য়ক্তী যনে কোনটা সঠকী সয়ে নশ্বিচতি হওয়ার চেষ্টা করয়ে; এরপর এর ভত্বিত্তয়ে বাকী নামায শেষে করয়ে।”[সুনানে আবু দাউদ (১০২০)]

এ হাদসী থেকে জানা যায় য়ে, ইবাদতরে বধিয়গেলোর ক্শেত্রে প্রবল ধারণা যথেষ্ট। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সহজতা। কোননা কখনও কখনও ইয়াকীন বা নশ্বিচতি জ্ঞেগন অসম্ভব হতে পারে।

যদী কঙ্করগেলে হাউজরে ভত্বিরে পড়ে এতহী ব্য়ক্তরী দায়ত্ব মুক্ত হবয়ে; চাই সয়ে হাউজরে ভত্বিরে থেকে যাক; কথ্বিবা গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাক।

পাঁচ:

কয়ে কয়ে ধারণা করনে য়ে, কঙ্কর নক্শেপে স্থলে য়ে পলিার রয়ছে সয়ে পলিাররে গায়য়ে কঙ্করটি লাগতে হবয়ে। এটি ভুল



ধারণা। কারণ কঙ্কর নক্ষিপে সহহি হওয়ার জন্য কঙ্করটি পলিাররে গায়ে লাগা শরত নয়। কনেনা এ পলিার নরিমাণ করা হয়েছে নক্ষিপে জায়গাটি, অর্থাৎ যখনে গিয়ে কঙ্করগুলো পড়ে; সটো চহ্নিতি করার আলামত হসিবে। কঙ্করটি যদি নক্ষিপে জায়গায় গিয়ে পড়ে তাহলে সটোই যথেষ্ট; পলিাররে গায়ে লাগুক বা না-লাগুক।

ছয়:

এ ভুলটি মারাত্মক ভুল। কছি কছি মানুষ কঙ্কর নক্ষিপে ক্ষত্রে অবহলো করনে। তাদের শারীরকি সক্ষমতা থাকা সত্বেও তারা অন্যকে কঙ্কর মারার দায়তিব দনে। এটি মহা ভুল। কারণ কঙ্কর নক্ষিপে হজ্জরে অন্যতম একটি আমল। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহর জন্য পরপূরণ কর”। [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] এ আয়াতটির বধিান যাবতীয় কর্মসহ হজ্জ সম্পন্ন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই মানুষরে উপর ওয়াজবি হচ্ছ হজ্জরে কার্যাবলী নজিহে পালন করা এবং অন্য কাউকে দায়তিব না দয়ো।

কটে কটে বলনে: তীব্র ভড়ি, আমার জন্য কষ্টকর। আমরা তাকে বলব: মানুষ যখন প্রথম ধাপে মুয়দালফি হতে মীনাতে ফরিে আসনে তখন তীব্র ভড়ি হলেও দিনরে শেষেভাগে তীব্র ভড়ি থাকে না, রাত্রে তীব্র ভড়ি থাকে না। যদি আপনি দিনরে বলোয় কঙ্কর মারতে না পারনে তাহলে রাত্রে মারুন। কনেনা রাত্রে কঙ্কর নক্ষিপে করার সময়। যদিও দিনে কঙ্কর মারা অধকি উত্তম। কনিত্ত, কটে যদি রাত্রে বলো ধীরসুস্থতে, শান্তভাবে, বনিয়-নম্র হয়ে কঙ্কর মারতে পারে সটো দিনরে বলো ভড়িরে কারণে মৃত্যুর ভয় নয়ি, কষ্ট-ক্লশেরে মধ্যে কঙ্কর মারার চয়ে উত্তম। হতে পারে সে ব্যক্তি কঙ্কর মারবে ঠকি কনিত্ত কঙ্করগুলো সঠকি স্থানে পড়বে না। সারকথা হল: যবে ব্যক্তি ভড়িরে কথা বলবে আমরা তাকে বলব: আল্লাহ বধিয়টকি প্রশস্ত করে দয়িছেন। সুতরাং আপনি রাত্রে বলোয় কঙ্কর মারতে পারনে।

অনুরূপভাবে কোন নারী যদি মানুষরে ভড়ি কঙ্কর মারা নজিরে জন্য বপিদজনক মনে করনে তাহলে তিনি পরে রাত্রে বলোয় কঙ্কর মারতে পারনে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে সদস্যদের মধ্যে যারা শারীরকিভাবে দুর্বল ছিলনে, যমেন- সাওদা বনিতে যামআ ও তার মত অন্যরা, তাদেরকে কঙ্কর নক্ষিপে বর্জন করে অন্যকে দায়তিব দয়োর সুযোগ দনেনি (যদি সটো জায়গে কাজ হত)। বরং তিনি তাদেরকে শেষে রাত্রতিে মুয়দালফি ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছিলনে; যাতে করে তারা মানুষরে ভড়িরে আগে কঙ্কর মারতে পারনে। এটি সবচয়ে বড় দললি যবে, শুধু নারী হওয়ার কারণে নজি কঙ্কর না মরে অন্যকে দায়তিব দয়ো জায়গে নয়।

হ্যাঁ, যদি ধরে নয়ো হয় যবে, কটে অক্ষম এবং তার পক্ষে নজি নজি কঙ্কর মারা সম্ভবপর নয়; দিনেও নয়, রাত্রেও নয়— তার ক্ষত্রে অন্যকে দায়তিব দয়ো জায়গে আছে। কনেনা সে ব্যক্তি অক্ষম। সাহাবায়ে কেরোম (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যবে, তাঁরা তাদের বাচ্চাদের পক্ষে থেকে কঙ্কর মারতনে; বাচ্চারা কঙ্কর মারতে অক্ষম হওয়ার কারণে।

মোদ্দাকথা হচ্ছ: যবে অক্ষমতার কারণে কটে নজি কঙ্কর মারতে পারে না সে অক্ষমতা ব্যতীত হাজীসাহবে কর্তৃক অন্যকে



কঙ্কর মারার দায়িত্ব দয়ো বড় ধরণরে ভুল। কনেনা এটাইবাদত পালনে অবহলো এবং ওয়াজবি বা আবশ্যকীয় কাজ পালনে  
অলসতা।